DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab ISSN: 1813-0372 E-ISSN: 2518-9530

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ২২ সংখ্যা : ৮৬
এপ্রিল-জুন, ২০২৬
DOI: 10.58666/iab.v22i86

Journal of Islamic Law and Justice
مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল
www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ২২ সংখ্যা : ৮৬

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে মোঃ শহীদুল ইসলাম

প্রকাশকাল : এপ্রিল-জুন : ২০২৬

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.islamiainobichar.com

সম্পাদনা বিভাগ : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

অলংকরণ : আলমগীর হোসাইন

দাম : ১৫০ টাকা US $ 10

Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 150 US $ 10

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আব্দুল্লাহ এম নোমান
ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা, পেমব্রুক, যুক্তরাষ্ট্র

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মো. ইকবাল হোছাইন
দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
আরবি বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রফেসর ড. যুবায়ের মুহাম্মদ এহসানুল হক
আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার জার্নাল (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: 237(1)) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ জার্নালে তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago এর notes & bibliography পদ্ধতি অবলম্বনে উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়.....০৬

অপরাধ দমনে ইসলামী ও প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা...০৯
নূর মোহাম্মদ

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর প্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ : একটি পর্যালোচনা..... ৪১
মোঃ সৌরভ আহমেদ

আত্মসাৎকৃত অর্থ-সম্পদ পুনরুদ্ধার : প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের আলোকে একটি বিশ্লেষণ..... ৬৭
মোঃ ছিদ্দিকুল্লাহ
ড. আমীর হোসেন

আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তিতে সারোগেসির (গর্ভাশয় ভাড়া) শরয়ী অবস্থান একটি ফিকহী পর্যালোচনা..... ১১১
মোঃ হুসাইন আহমাদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর মেহেরবাণীতে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৮৬ তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এবারের সংখ্যায় সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

"অপরাধ দমনে ইসলামী ও প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে দৃশ্যমান হয়েছে যে, আইনের শাসনের অভাব, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপসহ নানাবিধ কারণে অপরাধ প্রতিরোধে প্রচলিত আইনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। পক্ষান্তরে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে অপরাধবিমুখ প্রজন্ম গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধপ্রবণ জাহিলি সমাজেও ইসলামী আইনের বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে অপরাধ দমনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন কেসস্টাডি পর্যালোচনায় বাংলাদেশে গৃহিত আইনসমূহের ব্যর্থতার চিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশে অপরাধ দমনে প্রচলিত অধিকাংশ আইন বৃটিশ আমলে প্রণীত হওয়ায় এতে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতিফলন না ঘটা এ আইনসমূহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে প্রতিয়মান হয়েছে। অপরাধ দমনে ইসলামী আইন গোষ্ঠী বিশেষের স্বার্থ রক্ষা না করে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত। গবেষক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশে ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনের সাথে সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন ও অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের কৌশল নির্ধারণ করে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আসার অবারিত সুযোগ রয়েছে।

"বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর প্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োগের দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক রাখার নীতিগত সিদ্ধান্ত থাকলেও নীতিমালায় এই বিষয়টির বাস্তব প্রয়োগ, কাঠামো, লক্ষ্য নির্ধারণ এবং কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকায় প্রায়োগিক অর্থে সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরে ইসলামি শিক্ষার প্রয়োগ নিতান্তই অপ্রতুল। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের পাশাপাশি মূখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকারের সমন্বিত গবেষণার মাধ্যমে গবেষক দেখিয়েছেন যে, সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক

স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সমন্বয়ের মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষার্থীদের যথাযথ ইসলামী শিক্ষা নিশ্চিত করে শিক্ষানীতি ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। এছাড়াও গবেষক সাধারণ শিক্ষা ধারায় প্রাথমিক স্তরে আধুনিক মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান ও দর্শন অনুসরণে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রম প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন এবং শিক্ষাখাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

"আত্মসাৎকৃত অর্থ-সম্পদ পুনরুদ্ধার: প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের আলোকে একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতি, ঋণ খেলাপি, অর্থ পাচার ইত্যাদির মাধ্যমে সীমাহীন অর্থ-আত্মসাৎ পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিয়ন্ত্রণহীন অর্থ-আত্মসাতের ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তীব্র তারল্য সংকট ও মানুষের আস্থাহীনতায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্ব সংকটে পতিত হয়েছে। গবেষণায় ফুটে উঠেছে, অবৈধভাবে আত্মসাৎকৃত এ অর্থ-উদ্ধারে প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা স্পষ্টত দৃশ্যমান নয়। গবেষক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গবেষণা, প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে আইনের দুর্বলতা ও আইন প্রয়োগে অব্যবস্থাপনা এবং ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির পথ দূরহ হওয়াকে বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে অবৈধ অর্থ-আত্মসাতের ঘটনা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। গবেষক বিদ্যমান সমস্যার সমাধানে আত্মসাৎকৃত অর্থ-সম্পদ উদ্ধারে ইসলামী শরিয়ার প্রবর্তিত মৌলিক নীতিমালার বাস্তবায়নকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। প্রবন্ধে আত্মসাৎকৃত সম্পদ উদ্ধার করে, বা অপরাধীর সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও বিক্রয় করে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থকে সহায়তা করার শরিয়া নীতিমালাকে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধান হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

"আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তিতে সারোগেসির শরয়ী অবস্থান: একটি ফিকহী পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে গর্ভাশয় ভাড়া প্রদান বা সারোগেসি (ঝঁৎৎড়মধপু) সংক্রান্ত বিষয়টি ফিকহী ও নৈতিক মানদণ্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তিতে একজন নারী অন্য কোনো দম্পতির সন্তান গর্ভে ধারণ করেন এবং বিনিময়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বা না করার এ প্রক্রিয়াকে বন্ধ্যাত্ব সমস্যা সমাধানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গবেষক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সারোগেসির বিদ্যমান প্রক্রিয়া ইসলামি আইনের লক্ষ্য বা 'মাকাসিদুশ শরিয়াহ'-এর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ "বংশরক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। এ প্রবন্ধে সারোগেরি সংক্রান্ত সমসাময়িক ফকিহ্ ও ফতোয়া বোর্ডের নিষিদ্ধ (হারাম) বলে গণ্য করার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি অন্যদল গবেষক কর্তৃক বিশেষ জরুরি পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে এর বৈধতা দেওয়ার দলিল ও যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করেছেন। গবেষক সারোগেসির বিভিন্ন পদ্ধতি, এর বিপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ এবং বিপক্ষীয় মতের খণ্ডনসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে সারোগেসি সম্পর্কে ইসলামি আইনি ব্যবস্থায় একটি সুস্পষ্ট, নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করেছেন। গবেষণাটিতে নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখানো হলেও নীতিমালা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো মডেল উপস্থাপিত হয়নি, যা গবেষণাটির মধ্যে একটি সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে। মাযহাবগত মতপার্থক্য, বিভিন্ন দেশের অনৃসৃত নীতিতে বৈপরীত্য বিবেচনায় সারোগেসি সম্পর্কে গবেষক একক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। তদুপরি, মুসলিম সমাজে সারোগেসি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানবিক প্রয়োজন, নৈতিক বিবেচনা এবং ইসলামি ফিকহের মূলনীতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রদান এ গবেষণার ফলাফল হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, এ সংখ্যার প্রতিটি প্রবন্ধ সমসাময়িক বাস্তবতার আলোকে ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা এবং চ্যালেঞ্জসমূহকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছে। অপরাধ দমন, শিক্ষাব্যবস্থা, আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োগযোগ্যতা তুলে ধরার মাধ্যমে এ সংখ্যাটি জ্ঞানচর্চার একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে। আশা করা যায়, গবেষক, শিক্ষার্থী ও সচেতন পাঠকমহল এ প্রবন্ধসমূহ পাঠের মাধ্যমে ইসলামী আইন ও সমাজব্যবস্থার কয়েকটি দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন এবং সমকালীন সমস্যার টেকসই সমাধান অনুসন্ধানে নতুন দিকনির্দেশনা খুঁজে পাবেন।

- প্রধান সম্পাদক